অধ্যায় ১: পটভূমি

১.১ ভূমিকা

দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সকলের কার্যকর অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা। যার ভিত্তিতে স্থায়ী আদেশাবলিতে বর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থা নিজস্ব বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করবে এবং স্ব স্ব দায়িত্ব ও ক্ষমতা অনুযায়ী এর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। দুর্যোগ সাড়াদানে জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি দুর্যোগসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করবে। বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয়ের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পালন করবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ এবং প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মুখোমুখি হচ্ছে। ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমিবৈশিষ্ট্য, অসংখ্য নদনদী, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন ইত্যাদি দেশটিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশের উপকূলভাগের গঠনপ্রকৃতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা, তীব্রতা ও প্রভাবকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য:

- নদনদী, নালা ও খাল-বিলের নেটওয়ার্ক;
- বিপুল পলিমাটিবাহী জলের প্রবাহ;
- নদীনালা ও খালবিল পরিবেষ্টিত দ্বীপ ও চরাঞ্চল;
- অগভীর মহীসোপান ও ফানেল আকৃতির উত্তর বঙ্গোপসাগর;
- প্রবল জোয়ারভাটা ও অস্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহ;
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও এর আশপাশে টেকটোনিক প্লেটের অবস্থান ও অ্যাকটিভ ফল্ট বাউন্ডারি থাকার কারণে ভূমিকম্পঝুঁকি অত্যধিক;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি অনেক বেশি। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট আপদসমূহের মধ্যে বন্যা, আকস্মিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, নদীভাঙন, অগ্নিকাণ্ড, অবকাঠামো ধস, রাসায়নিক দুর্ঘটনা, ভূমিধস, ভূগর্ভস্থ পানিতে অতিমাত্রায় আর্সেনিক, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দুর্যোগের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। ফলে মানুষের মৃত্যুহার অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্যোগকবলিত এলাকা ও মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই কার্যকর দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগ-সহনশীল জাতি গঠনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর

CamScanner

ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সমন্বিত কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। হালনাগাদকৃত দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে সকলের জন্য অনুসরণীয় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কার্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে যা সন্ধান, উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কাজে সুসমন্বয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনজীবনকে দ্রুত স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে এনে দুর্যোগ-সহনশীল দেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে।

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, পূর্বপ্রস্তুতি, জরুরি সাড়াদান, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন বিষয়ে প্রচলিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলের স্থলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকতর সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মডেল গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে সম্পৃক্ত করে গৃহীত মডেলগুলো অধিক স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইয়োকোহামা কৌশল থেকে শুরু করে হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনসহ স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের কর্মকাঠামো বাস্তবায়নে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সম্পৃক্তকরণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।

CamScanner